R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে চৈত্র বুধবার, ১৪০৩ সাল।
২রা এপ্রিল, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

মাদ্রাসার সম্পত্তি বেআইনী দখল ও হস্তান্তরে সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

বিশেষ প্রতিনিধি : গত ২০ মার্চ জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফি আদালতে ছাত্র অভিভাবক সাজু খাঁন পিতা মৃত আবদুল গফুর খাঁন, রঘুনাথপুর ও আনোয়ার বিশ্বাস পিতা মৃত হাজী লালমহম্মদ বিশ্বাস, জয়রামপুর এক চাঞ্চল্যকর মোকর্দমা এনেছেন। মোকর্দমা নং ২৮/৯৭ স্বত্ব বিবাদী জঙ্গিপুর মনিরিয়া হাই মাদ্রাসা পরিচালন কমিটির সম্পাদক আবদুল গাফফার পিতা হাজী হান্নান, সাং গফুরপুর বরোজ। পোঃ জঙ্গিপুর এবং প্রধান শিক্ষক, মহম্মদ মুসা সেখ, পিতা রসিদ সেখ সাং মাঠপাড়া, পোঃ জঙ্গিপুরসহ ২২ জন ছাড়াও সেক্রেটারী ওয়েষ্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশন এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্, পঃ বঃ সরকার, বহরমপুর। অভিযোগ সম্পাদক সন্ধানে মাদ্রাসার জমি খতিয়ান নং ২৪১২ এর দাগ নং ১৩৯৬ ও ১৩৯৮। এর পরিমাণ যথাক্রমে ১৭৮ শতক ও ১ শতক নিজ নামে স্বত্ব দখল এল আর ও আর এসে নথিভুক্ত করে। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য কমিটি সদস্যদের যোগসাজসে ওই জমি নিজেদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অতি স্বল্প মূল্যে হস্তান্তর করেছেন ও করার চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। সম্পাদক তাঁর অনুগত আবদুস সাত্তার, আবদুল হান্নানের স্ত্রী মীনারা বেগম ও অন্য কয়েক-জনের নামে হস্তান্তরিত করেছেন। আরও জানা যায় জনৈক পৌর কাউন্সিলারের পিতা ইউসোফের নামেও কয়েকটি দলিল হয়েছে। এই সম্পত্তির মধ্যে ফাঁকা জমি, বহু মূল্যবান গাছসহ বাগান ও স্কুলের খেলার মাঠ আছে। যার বর্তমান মূল্য ১০ হাজার (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্কুল সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকসহ ৫ জনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করলেন হাইকোর্ট

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরা পল্লীর বাসিন্দা প্রাণাশিস্ ব্যানার্জী বনাম ফতুল্লাপুর শশিমণি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রামাধর মিশ্র, ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক নাসিরুদ্দিন বিশ্বাস, শিক্ষক প্রতিনিধি এক্রামুল হক, বেআইনীভাবে নিযুক্ত শিক্ষক আমির সেখ এবং এক্সটারনাল এক্সপার্ট সাগির হোসেন মামলাটি গত ১৯৯৫ সাল থেকে চলে আসছে। তার জেরে বিবাদীগণ আগাম জামিনের যে আবেদন করেন, তা মহামান্য হাই কোর্টের ডিভিসন বেঞ্চের বিচারকদ্বয় রবীন ভট্টাচার্য্য ও ডি পি সরকার (১) খারিজ করে দেন। আগাম জামিন খারিজ হওয়ার ফলে মামলাটি চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পত্রিকায় গত ১ মে '৯৬ এ প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় গত ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ফতুল্লাপুর শশিমণী উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষকের নিয়োগ পরীক্ষা দেন প্রাণাশিস্ ব্যানার্জী। তাঁর অভিযোগ তিনি ইংরাজীতে গ্রাজুয়েট শুধু নন বিএডও। তদুপরি নিয়োগ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে না নিয়ে একজন সাধারণ গ্রাজুয়েট আমির সেখ ঐ পদে নিয়োগপত্র পান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণাশিসবাবু বারবার স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল জানতে চেয়েও কোন সদুত্তর পান না। এমন কি ডি আই অফ স্কুলকে জানিয়েও নিরাশ হন। অগত্যা তিনি (৩য় পৃষ্ঠায়)

প্রধান শিক্ষিকা জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর নিলেন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩১ মার্চ স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ ৪২ বছরের শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর নিলেন। ঐ দিন এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রী ও শিক্ষিকারা তাঁকে বিদায় জানান। গত ১৯৫৫ সালে সহশিক্ষিকারূপে বিদ্যালয়ে যোগদান করে জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭২ সালে প্রধানা শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে বিদ্যালয়ের সহশিক্ষিকা অণিমা চন্দ্র টিচার-ইন-চার্জের দায়িত্ব আগামী ছয় মাসের জন্য পেয়েছেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক হরিলাল দাস জানান, বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা ছাড়াও ইংরাজী, সংস্কৃত, অর্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষিকা এবং একজন করণিকেরও আশু প্রয়োজন।

মহকুমা শাসকের পক্ষপাতমূলক আচরণে সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১ এপ্রিল জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক দেবব্রত পালের পক্ষপাতমূলক আচরণ ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে টাল-বাহানা ও অনীহার প্রতিবাদে স্থানীয় সিপিএমের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে এসডিও অফিস প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। মহকুমা শাসক দেবব্রত পালের বিরুদ্ধে সিপিএমের অভিযোগ তিনি রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের চরগুলিতে কয়েকশো বিঘা খাস জমি বেনামীতে দখল করে যারা মুনাফা লুটছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা তো নিচ্ছেনই না বরং পক্ষপাতমূলক আচরণ করে তাদের মদত দিচ্ছেন। তদুপরি ফ্রেজারনগর, বীরেন্দ্রনগর, কাশিয়াডাঙ্গা, (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে চৈত্র বুধবার, ১৪০৩ সাল।

।। হায় রে জলচুক্তি ! ।।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিশ বৎসর মেয়াদী গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি তিন মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে হাহাকার তুলিয়াছে। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও কলিকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের কোনও মতামত লওয়া হয় নাই বলিয়া জানা যায়। তেমনই রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর ও জলসম্পদ দপ্তরকে উক্ত চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময় ডাকা হয় নাই। নদী বিশেষজ্ঞ অথবা বন্দর বিশেষজ্ঞ—কোন পক্ষের বক্তব্য যে থাকিতে পারে, তাহা আদৌ ভাবা হয় নাই। নিছক এক অবাস্তব পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সক্রিয় প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি করিয়া ফেলিয়াছিলেন। চুক্তি সম্পাদনের পর নানা প্রতিবাদ হইল। হুগলি নদীতে জলাভাব তথা কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দরের ক্ষতির কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্য অর্থমন্ত্রী নানাভাবে দেশের মানুষকে সমঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভাবনা-চিন্তার কোনই কারণ নাই। প্রধানমন্ত্রীও রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু তিন মাস যাইতেই ভাগীরথী নদী মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের পত্রিকার ৪২শ সংখ্যায় প্রকাশিত নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদন হইতে এই মহকুমায় তীব্র জলাভাবের কথা জানা গিয়াছে। পানীয় জলের নলকূপগুলির জলস্তর নামিয়া যাওয়ায় প্রায় অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেচকার্য ব্যাহত হইয়াছে। মহকুমা-শহরে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে।

রাজ্যের সেচ সচিব কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের তীব্র জলাভাবের কথা জানাইয়া জলচুক্তি কার্যকর করিবার বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখিবার আবেদন জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক জলচুক্তির পুনর্বিবেচনা চাহিয়া বলিয়াছেন যে, জলের প্রবাহ না বাড়াইলে চুক্তি অনুযায়ী জলবণ্টন সম্ভব হইবে না। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রীকে যৌথ নদীকমিশনের বৈঠক ডাকার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। ইহাও জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় বিদেশ দপ্তর ইহা মানিয়া লইতে নাকি নারাজ হইতেছেন। তাহাতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস উঠুক, ফসল উৎপাদন, নদীর নাব্যতা, কলিকাতা বন্দরের অবস্থা চুলায় যাক, আন্তর্জাতিক বাহবাপ্রাপ্তি বোধ হয়, বেশী কাম্য।

ঐতিহাসিক এই জলচুক্তিতে বাংলাদেশ সরকার বেশ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। চুক্তির কোনওরূপ ব্যত্যয় হইলে এই সরকার সহ্য করিবে কেন? বাংলাদেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হইলে এক আন্তর্জাতিক ইস্যু হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। একদিকে আজাদ কাশ্মীর-ক্ষত লইয়া ভারত ভুগিতেছে; অপরদিকে এই জলচুক্তির বিষয় যদি যুক্ত হয়, তবে তাহা ষোলকলা পূর্ণ করিবে।

রাজ্য অর্থমন্ত্রী জলচুক্তির ব্যাপারে কত ভাল ভাল কথা শুনাইয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। ভাগীরথীতে কোনও দিন জলাভাব হইবে না, তিনি বলিয়াছিলেন। ভূটানের সঙ্কোশ নদী হইতে খাল কাটিয়া জলসরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে তিনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু ৭০০০ কোটি টাকার সংস্থান নবম যোজনায় করা হয় নাই তাই ইহা বিশ বাঁও জলের তলায়। রাজ্য অর্থমন্ত্রীর সান্ত্বনা আজ পরিহাসে পর্যবসিত হইয়াছে। এক সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনার জন্য রাজ্যমুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী জলবণ্টনের চুক্তির সর্তাবলীর সমর্থনে অগ্রণী হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা।

খবরে প্রকাশ, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী জলবণ্টনে ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কি করেন, এখন তাহাই দেখার। হালফিলকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ-নীতি যে পথ ধরিয়াছে, তাহার পরিণাম যে কী, অদূর ভবিষ্যতই তাহা বলিয়া দিবে জল লইয়া এখন জনকোলাহলে কে কর্ণপাত করিবে?

আবোল-তাবোল

হাসপাতাল

অনুপ ঘোষাল

কারুকে খুন করবার ইচ্ছে হলে আকাশ-কুসুম প্ল্যান না ফেঁদে সিধে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেই কাম ফতে। মার্ডার হল, কেশ হল না—নিশ্চিন্তি! আমাদের পাড়ায় মড়াকান্না উঠলে সম্ভাবনা দুটি—এক: বুকের ধুক্‌ধুকি ষ্টপ মেরে গেছে, দুই: নাছোরবান্দা হার্টের ধুক্‌ধুকিটাকে ষ্টপ করবার মহান উদ্দেশ্যে কারুকে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।

পাশের বাড়িতে কান্নার রোল উঠলে বেরিয়ে গেলুম, প্রতিবেশী হিসাবে কর্তব্য অস্বীকার করা যায় না। গিয়ে দেখি, হারুবাবুকে অটোরিক্‌শয় তোলা হচ্ছে। ছেলে নারায়ণ অটোঅলাকে উৎসাহ দিয়ে বলছে, 'সিধে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তুলবি। কোন জায়গায় থামবি না, কারুর কথা শুনবি না।'

হারুবাবু ম্লানমুখে সকলের কাছে হাতজোড় করে বিদায় নিচ্ছেন। জমিজমা লেখাপড়া হয়ে গেছে। ওঁর দুই মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর পেয়ে এসে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। চোখ ভাসিয়ে বুক চাপড়ে ছোট ভাইকে বলছে, 'আর কিছুদিন বাবাটাকে বাঁচতে দে। এখনও তো চাকরি আছে দু'বছর। শেষ বছরে দেখা যাবে।'

পুত্র বুদ্ধিমান, রিকস্‌ নিতে নারাজ। সরকারের গোলমেলে নিয়মকানুন কখন বদলে যায় তার ঠিক নেই। 'ডাইং ইন্‌ হার্নেস্‌'-এর কল্যাণে কম্‌প্যাশনেট গ্রাউণ্ডে ডিপেণ্ডেণ্ট এর চাকরির নিয়ম যদি সামনের বছর উঠে যায়! তিন সপ্তাহ সর্দিজ্বরে ভুগছে বাপ, ঢের হয়েছে। হাসপাতালে পাঠাবার এমন মোকা যদি সামনের বছর না আসে?

দুই মেয়ের মড়াকান্নার মধ্যে ছলছল চোখে হারুবাবু হাসপাতালে চলে গেলেন। স্কুলের শিক্ষক। যথারীতি তিন দিন পর মৃত্যু সংবাদ। স্কুল ছুটি হয়ে গেল। হারাধনের পুত্র ওরফে নারুর পেপার তৈরি হচ্ছে চাকরির জন্য। নারুর বিধবা মা পেন্সন পাবেন। দুনো লাভ। লোকে হাসপাতালের শ্রাদ্ধ করে, কিন্তু এক একটি পরিবারের কী উপকার করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে এই মানুষ মারা কলগুলি—তার হিসেব রাখে কেউ? আসলে ন্যায্য কথা বলার লোক বড্ড কমে গেছে আজকাল।

জন্ম মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে এ আর নতুন কথা কী? ডাক্তারবদ্যি ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র। তিনি যা করান, তাই করেন ডাক্তার। উল্টোপাল্টা চিকিৎসায় মৃত্যু হচ্ছে বলে রুগির আত্মীয়স্বজন বেকার চিৎকার করেন। ঈশ্বর যার আয়ু বেঁধে দিয়েছেন, ডাক্তারের সাধ্যি কি তাকে সারিয়ে তোলেন? একদিক থেকে ভেবে দেখলে—ডাক্তারবাবুরা বরং ভগবানের লীলার সহচর। আর হাসপাতাল বা যমের দুয়ার যাই বলুন, সেটি হচ্ছে ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র। আসার জন্য হাসপাতাল—মেটার্নিটি ওয়ার্ড, আর যাওয়ার জন্য ইমার্জেন্সি। এই আসা যাওয়াই তো পৃথিবীর চরম সত্য। মেটার্নিটি ওয়ার্ড থেকে কুকুরে বাচ্চা নিয়ে পালাচ্ছে, ওষুধ নাকি পাচার হয়ে যাচ্ছে, ইঞ্জেকশনের বদলে ডিসটিলড্‌ ওয়াটার, ডায়েটে কুমড়োর ঘ্যাঁট, (৩য় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস বিজেপি মিলে পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা

ধুলিয়ান : স্থানীয় পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে গত ২১ মার্চ কংগ্রেস, বিজেপি ও নির্দল প্রকাশ সিং সহ ১০ জন পুর কাউন্সিলার অনাস্থা এনেছেন। ধুলিয়ান পুর বোর্ডের এখন টালমাটাল অবস্থা চলছে। গত বাজেট অধিবেশনে ১৯ জন কাউন্সিলারের মধ্যে মাত্র ৬ জন উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে পুরবাসীদের অভিযোগ পুরবোর্ড দু' বছরের কার্যকালে শহরের কোন উন্নয়ন করতে পারেনি। কিছু কর্মী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ নেওয়া হবে ঠিক হলেও আজ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। আর এস পির এক নেতা বলেন, আইনানুগ ব্যবস্থায় নিয়োগে দেরী হলে ক্যাজুয়াল হিসাবে সাময়িকভাবে নিয়োগের পরামর্শ দিই আমরা। এসব নানা কারণে আর এস পিও ক্ষুব্ধ। তাই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে ভোট না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকবে বলে জানা যায়

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

SERVICES
(TESTING)

- Test & evaluation
- Celibration
- Technical Information

Quality Advisory Service -:- Computer Consultancy

TRAINING

COMPUTER Courses / ELECTRONICS

O'level - Unix - 'C' language, Colour T.V. & Others

Marketing under common brand

WEBSI Detergent, Lamp, Dry Cell Battery

Electronics Test & Development Centre

WEST BENGAL

4/2, B. T. Road, Calcutta-700056 (Fax 5534520, Phone : 553 3370)

আবেদন খারিজ করলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে (৭২৯৮ (ডাব্লু) ১৯৯৫ নং কেস) ২২৬ ধারা মতে দায়ের করেন গত ৩ মে, ১৯৯৫ এ। সেই কেসের পরিপ্রেক্ষিতে শো-কজ নোটিশ পেয়ে ম্যানেজিং কমিটি জানান, প্রাণাশিস পরীক্ষাই দেননি। মহামান্য হাইকোর্ট তখন কেসটি খারিজ করে ডি আই-কে যথাযথ তদন্তের ভার দেন। কিন্তু ডি আই এর দরবারে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রাণাশিস সুতী থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষ, নিয়োজিত শিক্ষক ও অপর কয়েকজনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ দায়ের করেন ও জেলা শাসক, মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জেলা শাসকের নির্দেশে ভিজিলেন্স তদন্ত শুরু হয়। সুতী ১নং ব্লকের বিডিও সোমেশ ঘোষ তদন্ত করে প্রাণাশিসবাবুর দাবী সত্য বলে জেলা শাসককে রিপোর্ট দেন। ফলে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয় এবং বিবাদীদের চার্জশিট দেওয়ার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে বিবাদীরা গ্রেপ্তারী এড়াতে হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করলে খারিজ হয়ে যায়। উল্লেখ্য সমসেরগঞ্জ থানার চাচণ্ড-বাসুদেবপুর-জালালদিপুর হাই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির (জঙ্গিপুর সংবাদে ২৪ জুলাই '৯৬-এ প্রকাশিত) বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী কল্যাণ চৌধুরী গত ১৮ জুলাই '৯৬ জঙ্গিপুর এস ডি জে এম কোর্টে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক, পরিচালন সমিতির একজন সদস্য, ক্লার্ক ও আরও দুজন ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করেন তাও বিচারাধীন অবস্থায় আছে।

হাসপাতাল (২য় পৃষ্ঠার পর)

এক বেডে এক গণ্ডা বডির গুঁতোগুঁতি—নিন্দুকে আর রটাবে কত? গুঁতোগুঁতি না করবি তো গড়ের মাঠে যা। আর কুমড়ো না খাবি তো গ্যাণ্ডে গিয়ে বুকেতে বোস্. হাসপাতালে কেন বাওয়া! জীবনে বৈরাগ্য এলেই না হাসপাতাল! এখানে এত খাইখাই কেন? বিছানায় গদির আশা! জানিস নে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কী বলে গেছেন? আরাম হারাম হ্যায়। অত বড় পণ্ডিতজীর কথার অবাধ্য হন কী করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ?

চারিদিকে রটে গেছে—কে নাকি হাসপাতাল থেকে জ্যান্ত ফিরে এসেছে। একেবারে জ্যান্ত, নড়ছে-চড়ছে কথা বলছে। হৈহৈ কাণ্ড! ফোটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশ, রিপোর্টারের ইন্টারভিউ। অতঃপর সরকারের পক্ষ থেকে হাসপাতাল-ফেরত জগাবাবুকে নাগরিক সম্বর্ধনা। মন্ত্রী বললেন, 'এই অপপ্রচারের জবাব দিতেই আমাদের এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। হসপিট্যালে গেলে নাকি রুগি বাঁচে না? দেখে নিন। কোথায় নিন্দুকের দল, বেড়ে আসুন। সব ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছে আজ! আমরা সদর্পে ঘোষণা করছি, হাসপাতালে ঢুকলেও মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব। জগাবাবু তার জ্যান্ত নমুনা। কোথায় ক্যামেরা, মারো ফ্ল্যাশ।'

একে একে উঠলেন পার্টির নেতা, ডিএম, হাসপাতালের ডাক্তার। অসাধ্য সাধন করেছেন যে ডাক্তারবাবু, তিনি বুক চাপড়ে গলার রগ ফাটিয়ে বক্তৃতা করলেন—'মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা আমাদের চলবেই, এরকমভাবে বছরে আমরা যদি একটা রুগিকেও জ্যান্ত অবস্থায় হাসপাতালের বাইরে বের করতে পারি, নিন্দুকের থোঁতামুখ ভোঁতা করে দেয়া যাবে।'

অতঃপর মাল্যদান পর্ব। সকলে হাসপাতাল ফেরত রুগিকে গাঁদার গাদাগাদা মালা পড়িয়ে করতালিতে অভিনন্দিত করলেন। জগাবাবু ফিরেছেন। যমের আখড়ায় যমকে ল্যাং মেরে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। পদ্মশ্রীর জন্য নাম রেকমেণ্ড করা হবে।

শেষ বক্তা জগাবাবু। এখনও ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেননি পুরো। ধুঁকছেন। পা টলমল। মাইক থামছে ব্যালেন্স রেখে বললেন—'মশাই, কী বলব! সুস্থ এই মানুষটাকে হাসপাতালে ধরে নিয়ে গেল পাঁচ হাজার টাকা দেব বলে। দু'দিনেই দুর্গন্ধে ঘায়েল হয়ে পড়েছি। ওঁদের হাতেপায়ে ধরে বলেছি. যদি বাইরে জ্যান্ত দেখাতে চান—এই পৌনে মরা অবস্থায় নিয়ে চলুন। আপনাদের দশ দিনের প্রোগ্রামে সব ভেস্তে যাবে। বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় দুদিনে একটু সাব্যস্ত হলুম। পাঁচ হাজার টাকার লোভে, গরিব মানুষ মরতে বসেছিলুম মশাই। এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। ছেলেকে বলেছি, মরতে হলে বাড়িতেই মরব। বাড়িতে কি কেউ মরে না?'

প্রদেশ কংগ্রেসের গঙ্কে দাবী সনদ পেশ

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক কংগ্রেস রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে গত ১৭ মার্চ ২৫ দফা দাবী সমেত এক দাবী সনদ পেশ করেন। দাবী-গুলির মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় হলো বিগত ২০ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব জনগণের জ্ঞাতার্থে অফিসের সামনে টাঙিয়ে দিতে হবে। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের একটি তালিকা নূতন করে সার্ভে করে প্রস্তুত করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃদ্ধ. বৃদ্ধা, অক্ষম জনগণকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। ভূমিহীন চাষীদের তালিকাও প্রস্তুত করতে হবে প্রভৃতি।

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হার্নিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা (১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকা শতক। কিন্তু তা বিক্রি হয়েছে মাত্র ৩/৪ হাজার টাকা কাঠায়। সম্পত্তির কিছু অংশ দলিল মারফৎ হস্তান্তর হয়েছে এবং আরও কিছু অংশে হস্তান্তরের দলিল তৈরী হয়েছে। আরও জানা যায় ঐ বিক্রয়-লব্ধ অর্থ মাদ্রাসার খাতায় জমা করা হয়নি। অভিযোগকারীদ্বয় আদালতকে জানান এর দ্বারা প্রমাণ হয় সম্পাদক, প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সদস্যদের সহযোগিতায় মাদ্রাসার বৈধ প্রাপ্ত অর্থ নিজেরা আত্মসাৎ করেছেন ও করবার চেষ্টায় আছেন। এই ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ায় জঙ্গিপুর বরোজ এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিচালন সমিতির এইভাবে সুকৌশলে বহু প্রাচীন একটি বিদ্যালয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ এর প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষকে হতবাক করেছে। মাদ্রাসার উক্ত দাগ খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির মূল্য কম করে ৩/৪ লক্ষ টাকা। খবরে আরও প্রকাশ আদালত গত ২১ মার্চ এক সমন জারী করে বিবাদীগণ আবদুল গফুর দিগরকে ৮ এপ্রিল কারণ দর্শাইবার নোটিশ দিয়েছেন। এই মামলাটি পরিচালনা করছেন এ্যাডভোকেট আশিস ঘোষাল ও তাঁর সহকারী শ্যামল ঘোষ।

সিপিএমের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল (১ম পৃষ্ঠার পর)

দ্বীপচর প্রভৃতি গ্রামের রাস্তা নিয়ে যে সব গোলমাল দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তার সমাধানের কোন প্রচেষ্টা নিচ্ছেন না। এসব ব্যাপার নিয়ে পূর্বতন মহকুমা শাসক সুরেশ কুমারের সঙ্গে সি পি এম দলের সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়। তিনি এসব সমস্যা সমাধানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বদলী হয়ে যাওয়ার পর থেকেই অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরেই। তাই এই পরিস্থিতিতে গণবিক্ষোভের ডাক দেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, প্রাণবন্ধু মাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।